বিবি খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا'র জীবনী

22-April-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُم অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন বৈঠকে বসলো, যাতে না **আল্লাহ পাকের** যিকির করে আর না আপন **নবী** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ করে, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই বৈঠক তাদের

জন্য আফসোসের কারণ হবে। ব্যস! **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে তাদেরকে আযাব দিবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দিবেন।

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস ৩৩৯১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُنَّ **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত বিবাহ বন্ধনে আসার কারণে উম্মাহাতুল মুমিনিন উপাধি দ্বারা মর্যাদাবান হয়েছেন, অতএব কোরআনে পাকে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاَزۡوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمۡ ؕ

(পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ৬)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> আর **তাঁর** স্ত্রীগণ তাদের মাতা।

হযরত ইমাম ইবনে আবী হাতিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ হযরত কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে এই বাণী উদ্ধৃত করেন যে, **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

পবিত্র স্ত্রীগণ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُنَّ ইজ্জত ও সম্মানের দিক দিয়ে মুমিনদের মা এবং মুমিনদের জন্য এমনভাবে হারাম, যেমনিভাবে তাদের মা হারাম।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ২১ পারা, সূরা আহযাব, ৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৫৬৬)

আল্লামা যুরকানী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: **হুযুরে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল পবিত্র স্ত্রীগণ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُنَّ অর্থাৎ যাঁদেরকে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিবাহ করেছিলেন, হোক **রাসূল** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের পূর্বে যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন বা প্রকাশ্য ওফাতের পর তাঁরা ওফাত গ্রহণ করেছেন, সকলেই উম্মতের আম্মাজান আর সকল উম্মতের জন্য তাদের আসল মায়ের চেয়েও বেশি সম্মানের উপযুক্ত এবং তাঁদের সম্মান করা আবশ্যক। (শরহে যুরকারী, মাকসাদে সানী, ৪/৩৫৬) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁদের আদব ও সম্মান করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین

হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর আলোচনা

সর্বপ্রথম **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا কে বিবাহ করেন আর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেননি। (শরহে যুরকানী, ৪/২৬২) আজকের বয়ানে আমরা পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর পরিচিতি, ইসলামের উন্নতির জন্য তাঁর খেদমত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্থতার ঝলক, **রাসূলে খোদা** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তাঁর প্রতি ভালবাসার আলোচনা, তাঁর মুবারক গুণাবলী, অন্যান্য পয়েন্ট ইত্যাদির ব্যাপারে শুনবো। আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনা নসীব হয়ে যায়। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

সহানুভূতিশীলা স্ত্রী

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অহীর শুরু ভাল স্বপ্নের মাধ্যমে হলো, **তিনি** যে স্বপ্ন দেখতেন তার সকালে আলোর মতোই প্রকাশিত হয়ে যেতো, অতঃপর **তিনি** একা অবস্থান করা পছন্দ করতে লাগলেন, হেরা গুহায় যেতে লাগলেন, পবিত্র ঘরের দিকে ফিরে আসার পূর্বে সেখানে কয়েক রাত অবস্থান করতেন এবং (এতদিন সেখানে থাকার জন্য) পানাহারের জিনিস সাথে নিয়ে যেতেন, অতঃপর উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর নিকট ফিরে আসতেন আর তিনি অনুরূপ খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন, এমনকি **তাঁর** নিকট সত্য এসে গেলো যখন **তিনি** হেরা গুহায় ছিলেন অর্থাৎ ফিরিশতা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন: পড়ুন! **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি বললাম: مَا أَنَا بِقَارِئٍ আমি পাঠকারী নই! তিনি আমাকে ধরে জোরে চাপ দিলেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন: পড়ুন! আমি বললাম: مَا أَنَا بِقَارِئٍ আমি পাঠকারী নই! তিনি আমাকে আবারো ধরে জোরে চাপ দিলেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন: পড়ুন! আমি বললাম: مَا أَنَا بِقَارِئٍ আমি পাঠকারী নই! তিনি আমাকে ধরলেন এবং আবারো চাপ দিলেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন:

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقۡرَاۡ وَ رَبُّکَ الۡاَکۡرَمُ ۙ﴿۳﴾ الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> পড়ুন! আপনার **প্রতিপালকের** নামে, **যিনি** সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! এবং আপনার **রবই** সর্বাপেক্ষা বড় দাতা, **যিনি** কলম দ্বারা

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ﴿۵﴾
(পারা ৩০, সূরা আলাক, আয়াত ১-৫)

লিখন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।

(বুখারী, কিতাবুল বাদয়িল অহী, ৩য় অধ্যায়, ১/৭, হাদীস ৩)

রাসূলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অহী নিয়ে এমন অবস্থায় ফিরে এলেন যে, অন্তর মুবারক কাঁপছিলো, উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর নিকট এসেই ইরশাদ করলেন: زَمِّلُوْنِیْ زَمِّلُوْنِیْ আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। তিনি **তাঁকে** চাদর জড়িয়ে দিলেন এক পর্যায়ে পবিত্র অন্তর থেকে ভয়ের অবস্থা চলে গেলো। অতঃপর তিনি হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا কে সম্পূর্ণ ঘটনা জানিয়ে ইরশাদ করলেন: আমি আমার প্রাণের ভয় করছি। উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদীজ رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বললেন: এমন কখনোই হবে না, **আল্লাহ**র শপথ! নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আপনাকে অপমানিত করবেন না, কেননা ✯ আপনি আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করে থাকেন, ✯ দূর্বলদের বোঝা উঠিয়ে নেন, ✯ অভাবীদের জন্য উপার্জন করেন, ✯ মেহমানদের মেহমানদারী করেন আর ✯ সত্যের পথে কষ্ট সহ্য করে থাকেন।

ওরাকা বিন নওফেলের নিকট

এরপর উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ওরাকা বিন নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন, যিনি হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর চাচাতো ভাই ছিলেন। ইবরানি ভাষায় লেখার কাজ করতেন আর যতটুকু **আল্লাহ পাকে**র মঞ্জুর হতো ইঞ্জিলকে ইবরানি ভাষায় লিখতেন, তখন বার্ধক্য ও দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাকে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বললেন: হে চাচার সন্তান! আপনার

ভাতিজার কথা শুনুন। ওরাকা বিন নওফেল বললেন: হে ভাতিজা! আপনি কি দেখেছেন? **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যা দেখেছেন তাকে জানালেন। তখন ওরাকা বললেন: এটি ঐ ফিরিশতা, যাকে **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর নিকট পাঠিয়ে ছিলেন, আফসোস! ঐ দিনে যদি আমি যুবক হতাম, আফসোস! ঐ সময়ে যদি আমি জীবিত থাকতাম, যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বের করে দিবে। **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: আমার সম্প্রদায় কি আমাকে বের করে দিবে? বললেন: হ্যাঁ! যখনই কোন ব্যক্তি এই জিনিস নিয়ে এসেছে, যা আপনি এনেছেন তখন তাঁর সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আমার আপনার সেই যুগ নসীব হয় তবে আপনাকে পরিপূর্ণবাবে সাহায্য করবো।

(বুখারী, কিতাবুল বাদয়িল অহী, ৩য় অধ্যায়, ১/৮, হাদীস ৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: উদ্দেশ্য হলো, আপনি হলেন এই নিদর্শনের কারণে তাওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী শেষ নবী, আপনার সূর্য উদিত হবে (আর) আপনার দ্বীন প্রাধান্য বিস্তার করবে। (প্রকাশ থাকে যে,) হযরত খাদীজা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) তাওরাতের আলিমা ছিলেন আর বনী ইসরাঈলের ওলামাদের থেকেও তিনি **হুযুর** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর এই নিদর্শনাবলী শুনেছিলেন, এই কারণেই তো **হুযুর** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর সাথে বিবাহ করেছেন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৯৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটি থেকে জানতে পারলাম! ⌘ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিবাহের পরও **আল্লাহ পাকের** অধিকহারে ইবাদত করতেন। ⌘ হেরা গুহার কয়েকবারই **মাহবুবে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইবাদত গাহ হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। ⌘ হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এমন স্ত্রী ছিলেন, যে নিজের স্বামী অর্থাৎ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধক হতেন না। ⌘ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি সুখ ও দুঃখে সর্বদা অংশীদার ছিলেন। ⌘ হযরত খাদীজা **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আর **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খাদীজাকে খুবই ভালবাসতেন। ⌘ তিনি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক গুণাবলী খুবই শানদারভাবে বর্ণনা করতেন। ⌘ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উৎসাহ প্রদান করতেন ও সান্তনা প্রদান করতেন। ⌘ তাওরাতের অনেক বড় আলিমা ছিলেন। ⌘ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবী হওয়া জেনে গিয়েছিলেন। ⌘ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবী হওয়া সর্বপ্রথম তিনিই জানতে পারেন। মোটকথা! অসংখ্য গুণাবলী তাঁর নসীব হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় **তাঁর** মুবারক অন্তর কম্পনের উল্লেখ হয়েছে, এমন কেন হলো আর এর হিকমত কি ছিলো? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই অন্তর কম্পন করা ঐ **ফয়যে রব্বানি**র প্রভাব ছিলো যা আজ (অর্থাৎ প্রথম অহী অবতীর্ণ হওয়ার দিন) দান করা হয়েছিলো। এই মনযোগ যদি পাহাড়ে প্রদান করা হতো তবে পাহাড় ফেটে যেতো, আর এটা তো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শক্তিশালী অন্তর, যা অক্ষত ছিলো। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর জীবনি সম্পর্কে আরো কিছু শুনবো কিন্তু এর পূর্বে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনে নিই।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পরিচিতি

✪ হযরত খাদীজার নাম হলো খাদীজা, পিতার নাম খোয়ালিদ আর মায়ের নাম হলো ফাতেমা। ✪ হযরত খাদীজার উপনাম হলো উম্মে কাসিম ও উম্মে হিন্দ। ✪ হস্তিবর্ষের ১৫ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। ✪ উপাধি হলো তাহেরা, সায়্যিদা, সিদ্দিকা ও "**কুবরা**"। ✪ সর্বশেষ উপাধি সহকারে এত বেশি প্রসিদ্ধ যে, যেনো তা নামেরও একটি অংশ হয়ে গেছে। ✪ মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। ✪ তাঁর বংশ মাত্র তিন পূর্বপুরুষে এসে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশ শরীফের সাথে মিলে যায়। ✪ আরবের সবচেয়ে সম্মানিত গোত্র কোরাইশ বংশের ছিলেন। ✪ খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতু যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সম্মানিতা আম্মাজান এবং যুবকদের সর্দার হযরাত **হাসানাইন করীমাইন** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নানীজান ছিলেন। ✪ যিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে উৎসর্গ করে দিয়েছেন আর নিজের পুরো জীবন **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত করে অতিবাহিত করেছেন। ✪ তাঁর বিবাহের মুবারক অনুষ্ঠান **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সিরিয়া সফর থেকে ফিরে আসার ২ মাস ২৫দিন পরে হয়েছে। ✪ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহ ৪০ বছর বয়সে হয়েছিলো আর তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক বয়স ছিলো ২৫ বছর। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৮/১৩, নম্বর ৪০৯৬) ✪ তাঁর জীবদ্দশায়

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। ✪ প্রায় ২৫ বছর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবন সাথী হিসেবে জীবিত ছিলেন। ✪ নবুয়তের ঘোষণার দশম বছরে ১০ রমযানুল মুবারকে ওফাত গ্রহণ করেন। ✪ ওফাত ৬৫ বছর বয়সে হয়েছিলো। ✪ জান্নাতুল মা'লায় (মক্কা শরীফ) আরাম করছেন। ✪ আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "**ফয়যানে উম্মাহাতুল মুমিনিন**" ৩১-৩৯ পৃষ্ঠা ও পুস্তিকা "**ফয়যানে খাদীজাতুল কুবরা**" অধ্যয়ন করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাব ও পুস্তিকা পাঠও করতে পারবেন, ডাউনলোড ও প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন। اَلۡحَمۡدُ لِله নেক আমল নামক পুস্তিকায় কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ বিদ্যমান, অতএব নেক আমল নম্বর ১২ হলো: **আপনি কি আজ আলা হযরত** رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه **বা মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন কিতাব বা পুস্তিকা অথবা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" কমপক্ষে ১২ মিনিট পড়েছেন বা শুনেছেন?**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকহারে আলোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সর্বপ্রথম স্ত্রী। এক বর্ণনা মতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সর্বপ্রথম তিনি ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর ফযিলত ও গুণাবলী অসংখ্য। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাঁর প্রতি ভালবাসা ছিলো এমনকি যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেলো তখন অধিকহারে তাঁর আলোচনা করতেন, **নবী করীম**

صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্ধবিদের এতবেশি সম্মান করতেন যে, যখনই তাঁর দরবারে কোন জিনিস উপস্থিত করা হতো তখেন প্রায় তাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন, এমনকি এরূপ অধিক আলোচনা এবং প্রেম ও ভালবাসা উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর ঈর্ষার কারণ হয়েছিলো।

অতএব হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا নিজেই বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে কারো প্রতি এত ঈর্ষা করিনি যত ঈর্ষা হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিওনি, কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর অধিকহারে আলোচনা করতেন। (বুখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার, ২/৫৬৫, হাদীস ৩৭১৭)

মনে রাখবেন! এখানে আরবীতে "غيرت" শব্দ এর অর্থ হলো ঈর্ষা। অর্থাৎ যেভাবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর ওফাতের পর তাঁর এত প্রশংসা করতেন, হায়! আমার ইন্তিকালের পরও যদি আমার কল্যাণময় আলোচনা করা হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৯৬)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাদীজার বান্ধবীদের সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর ওফাতের পর শুধু অধিকহারে আলোচনা করতেন না বরং তাঁর বান্ধবীদের উপহার সামগ্রীও প্রদান করতেন।

যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কোন কিছু উপস্থাপন করা হতো তখন ইরশাদ করতেন: এগুলো অমুক মহিলার নিকট নিয়ে যাও, কেননা সে হযরত খাদীজা (رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا) এর বান্ধবী ছিলো, এগুলো

অমুক মহিলার ঘরে নিয়ে যাও, কেননা সে হযরত খাদীজা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) কে ভালবাসতো। (আল আদাবুল মুফরাদ, বাবু কওলুল মা'রুফ, ৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩২)

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেকবার ছাগল জবাই করতেন অতঃপর এর অঙ্গগুলো কাটতেন অতঃপর তা হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি কখনো **হুযুরে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলে দিতাম যে, যেনো হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ব্যতীত দুনিয়ায় আর কোন মহিলাই ছিলো না। তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতেন: সে এমনই ছিলো, সে এমনই ছিলো আর তাঁর থেকেই আমার সন্তান হয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার, ২/৫৬৫, হাদীস ৩৮১৮)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: (হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বাণীর উদ্দেশ্য হলো) যখন তিনি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবানে তাঁর অনেক প্রশংসা শুনতেন তখন ঈর্ষান্বিত হয়ে আরয করতেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হুযুর তো তাঁর এমন প্রশংসা করছেন যে, যেনো তিনি ব্যতীত আপনার আর কোন বিবি নাই বা তিনি ব্যতীত দুনিয়ায় আর কোন বিবিই নাই। (আর **হুযুরে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী "**সে এমনই ছিলো, সে এমনই ছিলো**" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এর দ্বারা) জনাবে খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর অসংখ্য গুণাবলীর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে অর্থাৎ তিনি অনেক রোযাদার, তাহাজ্জুদ গুজার, আমার অনেক খেদমত গুজার, আমার একাকিত্বের সাথী, আমার দুঃখের সহমর্মি, হেরা গুহার চিল্লায় (অর্থাৎ একাকি চল্লিশ, চল্লিশ দিনের ইবাদতের সময়) আমার সাহায্যকারীনি এবং আমার সকল সন্তান তাঁর থেকেই।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৯৭)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হযরত খাদীজাকে স্মরণ করা

একবার হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর বোন হযরত হালা বিনতে খুওয়াইলিদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তাঁর কন্ঠস্বর হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর সাথে অনেকাংশে মিল ছিলো, অতএব এতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর অনুমতি প্রার্থনা করা স্মরণে এসে গেলো এবং **তিনি** শিহরিত হয়ে উঠেন।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার, ৯৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৮২১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফন দাফন বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا কে কিরূপ ভালবাসতেন, অতএব আমাদেরও তাঁকে ভালবাসা উচিৎ এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে রাসূলের ভালবাসাকে নিজের অন্তরে ধারণ করা উচিৎ আর এই মানসিকতা পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই মুহুর্তে ৮০টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় দ্বীনের বার্তা প্রসার করে যাচ্ছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো "**কাফন দাফন বিভাগ**"। এই বিভাগের কাজ হলো, শরীয়ত ও মাদানী মারকাযের প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী মুসলমান মৃতের গোসল ও কাফন এবং আত্মীয় স্বজনদের সহানুভূতির সকল ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে সাওয়াব অর্জন করা। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه কাফন দাফন বিভাগের

অধিনে মাঝে মাঝে দেশ ও বিদেশের যিম্মাদার ও আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা ইজতিমারও আয়োজন করা হয়। এই বিভাগের অধীনে কুলখানি, চেহলাম এবং বার্ষিক ফাতেহার অনুষ্ঠানে সাওয়াব পৌঁছানোর ইজতিমাও করা হয় এবং এতে পুস্তিকাও বন্টন করা হয়।

اَلْحَمۡدُ لِلّٰہ কাফন দাফন বিভাগ এবং আইটি বিভাগের প্রচেষ্টায় আশিকানে রাসূলের সহজতার জন্য একটি মোবাইল এ্যাপলিকেশন "Muslim's Funeral" নামে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে রূহ কবয হওয়ার সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ, মৃতের গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি, কাফন প্রস্তুত করার পদ্ধতি, জানাযার নামাযের পদ্ধতি, কবর বানানো এবং দাফন করার সকল বিষয় 3D Video এর মাধ্যমে শিখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ইলমে দ্বীন শিখার প্রেরণা পোষণকারী ইসলামী ভাইয়েরা এই এ্যাপলিকেশনটি প্লে স্টোর (Play Store) থেকে "Muslim's Funeral" নাম দিয়ে সার্চ (Search) করে ইনস্টল (Install) করতে পারবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہَا একজন মহান মহিলা ছিলেন, যিনি সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিলেন। যেমন; ☆ বংশ ☆ আভিজাত্য ☆ চরিত্র ☆ আচরণ ☆ ধন সম্পদ এবং মানুষের সাথে সদাচরণে তিনি নিজের সময়ে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আসুন! এবার হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہَا এর **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহের ঘটনা শ্রবণ করি।

রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহের কারণ

রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহের একটি কারণ ছিলো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সিরিয়া সফর, কেননা যখন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর গোলাম মায়সারার মুখে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পয়গম্বর সূলভ গুণাবলী সম্পর্কে শুনলেন এবং স্বয়ং নিজেও ফিরিশতা দ্বারা উপর থেকে ছায়া দিতে দেখলেন তখন এই বিষয়টি **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহের আগ্রহের কারণ হয়। এটাও বর্ণিত রয়েছে: কোরাইশের মহিলাদের একটি ঈদ হতো, যাতে তারা বায়তুল্লাহ শরীফে জড়ো হতো। একদিন একারণেই তারা সেখানে জড়ো হয়েছিলো, তখন সিরিয়া থেকে একজন লোক এলো এবং সে চিৎকার করে বললো: হে কোরাইশ মহিলার দল! অতি শীঘ্রই তোমারদের মাঝে একজন নবী প্রকাশিত হবে, যাকে "**আহমদ**" বলা হবে। তোমাদের মধ্যে যে মহিলা তাঁর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পারো, সে যেনো তা অবশ্যই করে। একথা শুনে মহিলারা তাকে পাথর ও কঙ্কর মারলো, অনেক গালাগাল করলো এবং খুবই কড়া কথা বলো কিন্তু হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا চুপচাপ ছিলেন এবং এই বিষয়টি নিজের মনে গেঁথে নিলেন। এরপর যখন মায়সারা তাঁকে ঐ নিদর্শন সম্পর্কে জানালেন, যা সে দেখেছিলো এবং স্বয়ং তিনিও যা কিছু দেখেছিলেন, এর কারণে তাঁর মনে এই খেয়াল সৃষ্টি হলো যে, যদি সেই ব্যক্তি সত্য বলে থাকে তবে সেই এই ব্যক্তিত্ব হতে পারে। (সাবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ২/১৬৪)

বিবাহের অনুষ্ঠান

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চরিত্র ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নিজের বান্ধবীকে (নাফিসা বিনতে মুনইয়া) **হুযুর**

صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতামত জানার জন্য পাঠালেন, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মতামত জানার পর (নাফিসা বিনতে মুনইয়া) হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন: মুবারক হোক! **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার আবেদন গ্রহণ করে নিয়েছেন। এতে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا খুবই খুশি প্রকাশ করলেন, অতঃপর কাউকে আমর বিন আসাদের নিকট পাঠলেন যেনো বিবাহের সময় তিনিও উপস্থিত থাকেন। এদিকে **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও কয়েকজন চাচা এবং অন্যান্য সর্দারদের সাথে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বিবাহ করলেন। বিবাহের এই মুবারক অনুষ্ঠান **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিরিয়ার সফর থেকে ফিরে আসার দুইমাস ২৫ দিন পর হয়েছিলো। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/২৭) হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিবাহ বন্ধনে এসে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের মা অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন। (ফয়যানে খদীজাতুল কুবরা, ১৮ পৃষ্ঠা)

বরযাত্রির খাবার

বিবাহের পর হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: আপনার চাচাকে বলুন যে, একটি উট জবাই করে মানুষকে খাবার খাওয়ান। অতএব মানুষকে খাবার খাওয়ানোর পর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর সাথে কথা বললেন, এতে **আল্লাহ পাক** তাঁর চোখের শীতলতা দান করলেন। (শরহে যুরকানী, মাকসাদে আউয়াল, ১/৩৮৯)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিবাহের অনুষ্ঠানে হওয়া অহেতুক রীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক বিবাহের এই অনুষ্ঠান কিরূপ সাধাসিধে ছিলো। আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে বাগদান এবং বিবাহের সময়ের অনেক নাজায়িয এবং অহেতুক রীতিসমূহ এত বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে যে, তা ব্যতীত অনুষ্ঠান যেনো অসম্পূর্ণ মনে করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বিবাহের অনুষ্ঠানে হওয়া গুনাহ চিহ্নিত করে তাঁর পুস্তিকা **"গান বাজনার ভয়াবহতা"**য় লিখেন:

আফসোস! শতকোটি আফসোস! বর্তমানে বিবাহের ন্যায় সুন্নাত অসংখ্য গুনাহের সমষ্টি হয়ে গেছে, অহেতুক রীতিনীতি এর অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে গেছে, مَعَاذَ اللّٰہ অবস্থা এতই খারাপ হয়ে গেছে যে, যতক্ষণ অসংখ্য হারাম কাজ করে নেয়া হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের সুন্নাত আদায় হওয়াই সম্ভব নয়, যেমন; বাগদানের অনুষ্ঠানই ধরুন! এতে ছেলে নিজের হাতেই মেয়েকে আংটি পরিয়ে থাকে, অথচ এটা হারাম এবং দোযখে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বিবাহে পুরুষরা তাদের হাত মেহেদি দ্বারা রাঙিয়ে নেয় এটাও হারাম, পুরুষ ও মহিলাদের একত্রে দাওয়াত করা হয়, বা কোথাও মাঝখানে নামের পর্দা দিয়ে দেয়া হয় কিন্তু তবুও মহিলাদের ভেতর পরপুরুষরা ঢুকে খাবার বন্টন করে থাকে, ভিডিও করা হয়ে থাকে, ফ্যাশন প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, বংশের যুবতী মেয়েরা নাচে, গান করে থাকে। এই সময়ে পুরুষরাও বিনা দ্বিধায় ভেতরে আসা যাওয়া করে থাকে, কিছু নির্লজ্জ পুরুষ ও নারী মনভরে কুদৃষ্টি দিতে থাকে, না আছে **আল্লাহ**র ভয়, না মুস্তফার লজ্জা।

ভিডিও করা ব্যতীত বর্তমানে সম্ভবত কোথাও বিয়ে হয়ই না। যদি কেউ বুঝায়ও অনেক সময় উত্তর আসেঃ বাহ! **আল্লাহ পাক** প্রথম সন্তানের খুশি দেখিয়েছেন আর গান বাজনা করবো না, জনাব খুশির সময় সব চলে مَعَاذَالله। মনে রাখবেন! খুশির সময় **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়, যেনো খুশি দীর্ঘস্থায়ী হয়, অবাধ্যতা করা হয় না, এমন যেনো না হয় যে, এই অবাধ্যতার কারণে যদি একমাত্র কন্যার কনে সাজার অষ্টমদিনে রাগ করে বাপের বাড়ি এসে যায় আর সমস্ত খুশি মাটিতে মিশে যাবে বা ধুমধামের সহিত নাচগানের সহিত বিদায় নেয়া কনে যদি ৯মাস পর ডেলিভারীর সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে।

বিবাহের খুশিতে গানবাজনার গুনাহ সম্পাদনকারীরা মনযোগ দিয়ে শুনুন! হাদীসে পাকে রয়েছেঃ দু’টি আওয়াজের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপঃ (১) নেয়ামত প্রাপ্তিতে বাজনা বাজানো, (২) বিপদের সময় চিৎকার করা। **(কানযুল উম্মাল, ১৫তম অংশ, ১৫/৯৫, হাদীস ৪০৬৫৪)**

ভাবুন তো! কোন “দম্পতি” আজ সুখী? প্রায় সব জায়গায় ঘরোয়া অনৈক্য, কোথাও বউ শাশুড়ীর মাঝে বনিবনা হয়না তো কোথাও ননদ ভাবীর মাঝে। কথায় কথায় “মতবিরোধ” শুরু। একে অপরের প্রতি জাদু টোনা করার অপবাদ, এসব কিছু বিবাহের অনুষ্ঠানে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের পরিণতি নয় তো? কেননা আজকাল যেখানে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, সেখানে এতগুলো গুনাহ করা হয় যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। অতএব আমাদের উচিৎ যে, এই মন্দ রীতি রেওয়াজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সুন্নাত অনুযায়ী সাধাসিধেভাবে বিবাহ করে স্থায়ী সুখ শান্তির মাধ্যম বানানো, কেননা এতেই কল্যাণও নিহিত এবং বরকতও রয়েছে।

বরকতময় বিবাহ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: খবুই বরকতময় বিবাহ হলো তাই, যাতে বোঝা কম হয়।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসানাদে সায়্যিদা আয়েশা, ৯/৩৬৫, হাদীস ২৪৫৮৩)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ যেই বিবাহের উভয় পক্ষের খরচ কম করানো হয়, মোহরানাও সামান্য হয়, যৌতুক বোঝা না হয়, কোন পক্ষই ঋণগ্রস্ত হয়ে না যায়, কোন প্রকার কঠিন শর্ত না থাকে, **আল্লাহ** (পাক) এর ভরসায় মেয়ে দেয়া হয়, সেই বিবাহ খুবই বরকতময় এবং এরূপ বিবাহই স্থায়ী শান্তির নীড়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/১১)** **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও নিজের অনুষ্ঠানাদীকে শরয়ীত অনুযায়ী করার এবং শরীয়ত বিরোধী রীতিনীতি থেকে পবিত্র রাখার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, এর ফয়েয অব্যাহত রয়েছে, আসুন! **রোযা রাখা এবং তারাবী পড়ার কয়েকটি ফযীলত** শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি, প্রথমেই রমযান মাসের রোযার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি:

রোযা রাখার ফযীলত

১. ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে, যাকে "**রাইয়্যান**" বলা হয়, তা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযাদারগণ প্রবেশ করবে, তারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবে: রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা দন্ডায়মান হবে, তারা ব্যতীত আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন তারা প্রবেশ করে নিবে তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে অতঃপর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী, কিতাবুস সওম, ১/৬২৫, হাদীস ১৮৯৬)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি রমযান মাসের একটি রোযাও চুপচাপ রাখে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর লাল পদ্মরাগ মনি বা সবুজ জবরজদ পাথর দ্বারা বানানো হবে। (মু'জামুয যাওয়াদি, কিতাবুস সওম, ৩/৩৪৬, হাদীস ৪৭৯২)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যাকে রোযা পানাহার থেকে বিরত রেখেছে যে, যার প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা ছিলো, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতী ফলসমূহ থেকে খাওয়াবেন এবং জান্নাতী পানীয় পান করাবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, ৩/৪১০, হাদীস ৩৯১৭)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য স্বর্ণের একটি দস্তরখানা রাখা হবে, অথচ লোকেরা (হিসাব নিকাশের) অপেক্ষায় থাকবে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সওম, ৮ম অংশ, ৪/২১৪, হাদীস ২৩৬৪০)

তারাবী পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা লাভের মাধ্যম

নিয়মিত তারাবী পড়ার বরকতে সমস্ত সগীরা গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। যেমনটি

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ قَامَ رَمَضَانَ اِیۡمَانًا وَّ احۡتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنۡ ذَنۡبِهٖ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রমযানে কিয়াম করে ঈমানের কারণে এবং সাওয়াব লাভের জন্য তবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৭৭৯)

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পুস্তিকা “**১০১ মাদানী ফুল**” থেকে হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব শুনি।

☆ দু’জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ☆ বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন, ☆ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন দু’জন মুসলমান সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে, তবে **আল্লাহ্ পাক** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।” (মু’জামুল আওসাত, ৫/৩৮০, হাদীস ৭৬৭৬) ☆ যখন দুইজন বন্ধু পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৮১, হাদীস ৮৯৪৪)

ঘোষণা

হাত মিলানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ وَبَارِکۡ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الۡحَبِیۡبِ الۡعَالِی الۡقَدۡرِ الۡعَظِیۡمِ الۡجَاہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحۡبِہٖ وَسَلِّمۡ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍوَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمۡ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا ھُوَ اَھۡلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)